বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

www.bomd.gov.bd

নং-২৮.০৭.০০০০.০০৪.৩৪.০০১.৭০ (অংশ-১).১৭০

তারিখ : ১১ চৈত্র, ১৪৩০ / ২৫ মার্চ ২০২৪

গণবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা, সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সারাদেশের খনিজ সম্পদের (তেল, গ্যাস ও সাধারণ বালু ব্যতীত) অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদানসহ খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান। বিএমডির আওতাভুক্ত উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদসমূহ হচ্ছে দিনাজপুর জেলায় প্রাপ্ত কয়লা, কঠিন শিলা ও লৌহ আকরিক; সিলেট, সুনামগঞ্জ, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় প্রাপ্ত সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর; সিলেট, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা ও মৌলভীবাজার জেলায় প্রাপ্ত সিলিকা বালু; ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও শেরপুর জেলায় প্রাপ্ত সাদামাটি এবং গাইবান্ধা জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের চর এলাকায় ও কক্সবাজারসহ উপকূলীয় জেলার সমুদ্রসৈকত সংলগ্ন এলাকায় মহামূল্যবান খনিজ বালি, ভারী খনিজ (Heavy Minerals) যেমন-রুটাইল, জিরকন, ইলমেনাইট, গার্নেট, ম্যাগনেটাইট, মোনাজাইট ইত্যাদি।

দেশের মূল্যবান সকল খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও খনিজ সম্পদ খাত হতে সরকারের রাজস্ব আহরণের স্বার্থে সরকার নিম্নরূপ আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন :

১। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২

২। খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২

বর্ণিত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী খনিজ সম্পদের অননুমোদিত/অবৈধ উত্তোলন, আহরণ, পরিবহণ ও বিক্রয় একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২০ সাল হতে দেশের সকল সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারির খাস খালেকশনসহ ইজারা কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে।

এমতাবস্থায়, দেশের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে অবৈধভাবে খনিজ উত্তোলন, আহরণ ও বিক্রয় করা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকার জন্য সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

জি-৬৩৮/২৪-(৬X৩)